২২-০৯-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে সুরক্ষা করতে হবে কেননা সঙ্গদোষে এলেই ভুল কাজ হয়ে যায়, বাবাকে স্মরণ করতেও ভুলে যায়"

প্রশ্ন : - কোন্ স্বভাবের আধারে তোমরা বাচ্চারা নিজের স্বভাবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো ?

উত্তর : - যদি কোনো ভুলও হয়ে যায়, তো বাবার থেকে ক্ষমা চাওয়ারও স্বভাব থাকা চাই । বাবাকে বলা উচিত, আমি দুঃখিত বাবা । এতে সামান্যতম দেহ - ভাবও যেন না আসে, এতে অবস্থার উন্নতি হবে । চড়তি কলার আধার হলো - বাবার প্রতি স্বচ্ছ হৃদয় । কখনোই নিজেকে অতি চালাক মনে করো না । ভুল প্রত্যেকেরই হতে পারে কেননা এখনো কেউই পরিপূর্ণ হয় নি ।

গীত :-- আমাদের ওই পথে চলতে হবে ....

ওম্ শান্তি । কিছু তো বলতেই হয়, সেই হিসাবে "ওম্ শান্তি" বলা ভালো । আত্মাকে নিজের স্বধর্ম বলতেই হয় । বাবাও বলেন যে, আমি শান্ত । শান্তির দেশে থাকি । তোমরাও প্রকৃতপক্ষে আত্মা । তোমাদের স্বধর্মও শান্ত । সমস্ত দুনিয়া শান্তি শান্তি করছে, কিন্তু শান্তি কাকে বলা হয়, এ কথা কেউই জানে না । তারা মনে করে, এই লড়াই - ঝগড়া যা চলছে, তা যেন শান্ত হয়ে যায় কিন্তু সে শান্তি তো কোনো কাজেরই নয় । ঘরে স্ত্রী - পুরুষ থাকে, কেউ ঝগড়া করে, কেউ আবার ঝগড়া করে না । এখন এ কি কোনো শান্তি হলো ? শান্তি হলো অন্য জিনিস । শান্তি তো আত্মার স্বধর্ম । এমনিতে বাবার স্বধর্মও হলো শান্ত । আত্মাদের বাবা কে ? পরমপিতা পরমাত্মা । তাঁর ধর্ম কি ? তাঁর ধর্মও হলো শান্ত । পরমপিতা পরমাত্মা শান্তির দেশে থাকেন । আমরাও সেই শান্তির দেশে থাকি । কেউ এলেই তাকে বলো - তোমাদের স্বধর্ম তো শান্ত । তোমরা প্রকৃতপক্ষে সেখানকার বাসিন্দা, তোমরা এখানে এসেছো অভিনয় করতে । শরীরের দ্বারা এই অভিনয় তো করতেই হবে । বাস্তবে, শান্তির জন্য জঙ্গল ইত্যাদিতে যাওয়ারও কোনো দরকার নেই । আত্মা তার নিজের স্বধর্ম জানে । আত্মা যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন রাত্রে অশরীরী হয়ে শান্ত হয়ে যায় । রাতে কতো স্তব্ধ পরিবেশ থাকে । সকাল হলেই আওয়াজ শুরু হয়ে যায় । এ হলো হদের রাত আর দিন । এখন তো হলো বেহদের দিন আর রাত । আত্মা ৮৪ জন্ম অভিনয় করে শান্ত হয়ে যায়, তাই বলে যে এখন শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে । বাবাও বলেন, শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো । সুখধামে বসে থোড়াই স্মরণ করা হয় । স্মরণ করা হয় দুঃখধামে, অশান্তিধামে । তাই বাবা এখন বলেন -- বাচ্চারা, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তোমাদের ঘরে যেতে হবে, এরপর তোমাদের জন্য শান্তিও থাকবে আর সুখও থাকবে ।

বাবা বলেন যে, আমি পান্ডা, আমি তোমাদের প্রকৃত যাত্রায় নিয়ে যেতে এসেছি । শান্তিধামের পান্ডা একজনই হয়, তাঁর অনেক সন্তান তৈরী হয় । একজনকে দিয়ে তো আর কাজ হবে না । কতো বড় সেনা । সকলের মুখ শান্তিধামের দিকে । সে হলো অনেক দূরের ধাম । বদ্রীনাথ, অমরনাথের যাত্রা দূরের কিছু নয় । এখানে যাওয়া তো খুবই সহজ । আচ্ছা বলো, মূল বতন, সুক্ষ্ম বতনে যাওয়া সহজ নাকি অমরনাথ, বদ্রীনাথে যাওয়া সহজ ? সূক্ষ্ম বতন, মূল বতন কাছে নাকি অমরনাথ, বদ্রীনাথ কাছাকাছি ? দেখতে গেলে তো মূলবতন, সুক্ষ্ম বতন অনেক দূর কিন্তু সেখানে যেতে দেরী লাগে না, এক সেকেন্ডের কথা । তোমরা কেবল বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করো । ওই শরীরের যাত্রা তো নতুন

কোনো কথা নয় । অর্ধেক কল্প ওই যাত্রা করে এসেছো । এই রুহানী যাত্রা তোমাদের একমাত্র বাবা এসেই করান । তোমরা হলে হারানিধি বাচ্চা । তোমাদের তো রাস্তা বলে দিতে হবে । তোমরা মন্দিরে গিয়েও বোঝাও, এই দেবী - দেবতারা কবে রাজত্ব করতেন, এঁদের এমন পূজ্য কে বানিয়েছিলেন ? তোমরা জানো যে, আমরা পূজ্য ছিলাম, আবার পূজারী হয়েছি । তাহলে পূজারীর দরজা তো কম হলো । পূজ্য হলো উঁচু । বাবা পূজ্য বানান । তোমরা পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, আবার পূজারী হয়েছো, এখন এই পুজো ছেড়ে আবার পূজ্য হতে হবে । মায়ারও অনেক বিঘ্ন আসে । অবলাদের উপর কতো অত্যাচার হয় । অন্য যাত্রায় যেতে অথবা মন্দিরে, অন্য সৎসঙ্গে যেতে কেউ বাধা দেয় না । এখানে পূজারী থেকে পূজ্য হতে মায়া কতো হয়রান করে । প্রতি মুহূর্তে পড়ে যেতে থাকে । অনেকেই কামের গর্তে পড়ে যায় । বাবা বলেন, নোংরা বস্ত্র হয়ো না । এর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে । সবথেকে খারাপ হলো কাম চিতায় বসা, বিষয় সাগরে ধাক্কা খাওয়া । বাবা বলেন - বাচ্চারা, কাম হলো মহাশত্রু, তাই কখনোই বিকারে যাওয়ার সঙ্কল্পও করো না, এতেই মানুষ খারাপ হয়ে যায় । এমন ভেবো না যে, এখানে যারাই আসে, তাদের বুদ্ধি থেকে বিষ দূর হয়ে যায় । কেউ কেউ এমনও আছে, যারা একে অপরকে দেখলে ভিতরে তুফান চলে খারাপ হওয়ার জন্য । বাবা বলেন যে, কখনোই খারাপ হয়ো না, কারোর পিছু নিও না । কখনো বিকারে যাওয়ার পুরুষার্থ করো না । বাবা তোমাদের এর থেকে বাঁচাতে থাকেন । নিজেকে রক্ষা করার আবার বিকারে পড়ে যাওয়ার কতো যুদ্ধ চলতে থাকে । মায়া কতো ঝড় তোলে । কতো ভালো, বিশ্বাসী, আজ্ঞাকারী, সেবা পরায়ণ বাচ্চা ছিলো, মায়া এমন থাপ্পড় মারলো যে একদম শেষ হয়ে গেলো, মৃত্যুতুল্য হয়ে গেলো, এও ড্রামা । মায়া তোমাদের খারাপ করে দেয় । অর্ধেক কল্প মায়া তোমাদের দুঃখ দেয়, বাবা নয় । মানুষ অকারণেই দোষ ধরে যে ঈশ্বরই দুঃখ এবং সুখ দেয় । মানুষ ঈশ্বরকে কিন্তু বাবা মনে করে না । পরমাত্মা কিভাবে কাকে দুঃখ দেবেন ? পরমাত্মাই যদি দুঃখ দেন তাহলে মানুষ তো একে অপরকে অনেক বেশী দুঃখ দেবে । বাবা বোঝান যে, তোমরাই নিজেদের জন্য এমন কর্ম তৈরী করো । সঙ্গদোষে গিয়েও উল্টো কর্ম করে ফেলো । বাবাকে ভুলে যাও । এ তো সাধারণ হয়ে গেলো, তাই না । তো বাচ্চারা ভুলে যায় । বাবা তো ভালো শিক্ষাই দেবেন কিন্তু বাচ্চারা তা ভুলে যায় । বাবা বোঝান যে, যোগই সম্পূর্ণ হয় নি । এমন মনে করো না যে ভাষণ দিলেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । পণ্ডিতের এক গল্প ছিলো -- অন্যদের বলতো রাম - রাম বললেই নদী পার হয়ে যাবে, কিন্তু নিজেই পার হতে পারলো না । বললো, নৌকা নিয়ে আসো তো যেতে পারবো । যা নিজে বলতো, তাই করতে পারলো না । কেবল বললেই হবে না করতে হবে । বলা, করা আর থাকা সব যেন এক হয়, তাই বাবাকে ভুলে যেও না । বাবা তোমাদের নির্ভুল করেন । বাবা বলেন যে, যে কোনো ভুল হয়ে গেলে, বাবার কাছে এসে মাফ চাও - আমি দুখিত । মনে করো, শিববাবা বলছেন, এ তোমাদের ভুল । আচ্ছা, বাবা আমরা ক্ষমা চাইছি । ভালো ভালো বাচ্চাদের মধ্যেও এমন স্বভাব থাকে না । এতো বড় ভুল করলে, মাফ তো চাও । নিজেদের অনেক চালাক মনে করে । পাপ করলে ক্ষমা চাওয়া উচিত । না হলে এর বৃদ্ধি হতে থাকবে । বাবার সঙ্গে খুব সুন্দর বুদ্ধিযোগ রাখা চাই । ভাষণ তো খুব সুন্দর করে কিন্তু কেউই এখনো সম্পূর্ণ হয় নি । অন্ত পর্যন্ত পড়তে আর সামলাতে থাকবে । মানুষ বলে - বাবা,আমার এই ভুল হয়ে গেছে, আপনি ক্ষমা করুন । হে দয়ালু, ক্ষমা করুন । ভক্তিমার্গে মানুষ সারাদিন ক্ষমা - ক্ষমা করতে থাকে । বাবাকে বলে, ক্ষমা করো । ধর্মরাজকে দিয়ে দণ্ড দিও না,এইজন্য খুব সাবধান থাকা দরকার । এমন ভেবো না যে, আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে গেছি, তা নয় । অনেক বাচ্চারা লেখে, বাবা অশুদ্ধ স্বপ্ন অনেক আসে । বাবার স্মরণই স্থির হয় না । তোমরা চালাকি করো না । অন্তিম সময় ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে । এখন তো গ্রহণ লেগেছে । তোমাদের সেই অবস্থা আসবে । এখানে বসে বসে উড়তে

থাকবে । আত্মার টান অনুভব হয়, কেননা কল্পের পরিশ্রান্ত, তাই শীঘ্রতা আসে যে, শীঘ্রই যাবো কিন্তু যোগ্য তো হতে হবে । কেউ তো এখানেই ঘুরতে – ফিরতে, গয়না ইত্যাদি পড়ে খুশী হয়ে যায়, আবার দুঃখী হয়ে যায় তখন বলে – আমরা অকারণেই বাবাকে ছেড়ে দিলাম । আচ্ছা, আবার সাহস করো, কিছু তো শেখো । অপকারীদের প্রতিও উপকার করতে হবে । আবার এমনও নয় যে আরো মাথা খারাপ করে দিলে । মায়া ফেলে দেয় আর বাবা তুলে ধরেন । লক্ষ্য হলো উঁচু আর এ হলো সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগের যাত্রা । পুরুষার্থ করতে সময় লাগে । লক্ষ্য তো খুবই সহজ । এক সেকেণ্ডেই তোমরা জীবনমুক্তির অধিকারী হয়ে যাও । একবার বাবা বলে আবার কেন ভুলে যাও ? খুব ভালো – ভালো বাচ্চারাও ভুলে যায় । তখন আরো ডিস্ সার্ভিস হয়ে যায় । সার্ভিসও যেমন গুপ্ত, ডিস্ সর্ভিসও তেমন গুপ্ত । দুনিয়া কি জানবে ? কারোর মধ্যে কোনো ভূতের প্রবেশ ঘটলে বা অশুদ্ধ সোল প্রবেশ করলে সেও ক্ষতি করে দেয় । মায়াবী সোল প্রবেশ করে নেয় । যদিও তোমাদের জ্ঞান আছে তবুও কেউই এখন পরিপূর্ণ নয় । কোনো না কোনো দুর্বলতা থাকে তাই ভয় থাকা উচিত । আমাদের বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । শ্রীমতে যদি না চলো, কোনো ভ্রষ্ট কাজ করলে পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর সাজাও অনেক খাবে । এখানে খুব কড়া কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, তাই কর্মাতীত অবস্থার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে ।

বাবার সাথে খুবই স্বচ্ছ থাকতে হবে । সকলেরই কানেকশন শিববাবার সঙ্গে । সব সেন্টারই শিববাবার । তোমাদের সেন্টার aআবার কোথা থেকে এলো ? তোমরা হলে শিববাবার । এই বিশ্ববিদ্যালয় তো বাবার । ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় । এই সেন্টার আমার –– এমন খেয়াল এসেছে কি মরেছো । এমন আমার আমার করতে করতে কতো নেমে যায় । সবকিছুই তো শিববাবার । তোমরা বলো যে – এই তন – মন – ধন সবই আপনার । তখন বাবাও বলেন – স্বর্গের রাজত্ব সব তোমাদের । তোমরা কতো যৌতুক পাও । তোমরা কি দাও ? মৃত্যুর পূর্বে যেমন করণীঘোরকে দেওয়া হয় । বেঁচে থেকে দান করে যায় । দেখে যে – কোনো আশা নেই, তখন দান – পুণ্য করায় । বাবাও বলেন যে – বাচ্চারা, বেঁচে থেকেই করে যাও, এ তো পুরানো শরীর । তোমরা আত্মারা হলে আমার । এই শরীর এখন অভিনয় করতে করতে পুরানো হয়ে গেছে । এখন তোমরা আবার আমার হও, তাহলে তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুইই শুদ্ধ হবে । দুইই একত্রে স্বচ্ছ হতে থাকে । আত্মা যা অপবিত্র হয়েছে, তাকে শুদ্ধ বানাতে হবে । আমার সাথে যোগ লাগালে তা শুদ্ধ হবে । যোগ রাখলে চড়তি কলা হবে, যোগ না রাখলে কলা কম হয়ে যাবে । সেবার শখ থাকা উচিত । জিজ্ঞেস করা উচিত নয় যে, আমি কি সেবায় যাবো ? বাবা মনে করবেন যে, তাহলে শখ নেই । মন – বচন এবং কর্মে সেবার শখ থাকা চাই । মনের দ্বারা না পারলে বাণী বা কর্মের কোনো না কোনো সেবায় লেগে যাওয়া উচিত, তাহলে তার পরিবর্তে তোমরা কিছু পাবে । নিজে থেকে যে করে, সে হলো দেবতা, বললে করে, সে হলো মানুষ আর বললেও যে করে না, সে কোনো কাজের নয় । যতো সেবা করবে, ততই ফল পাবে ।

শিববাবা জিজ্ঞেস করেন – বাচ্চারা, আমার কি হাত আছে ? এই শরীরে তো শিববাবা বসে আছেন । চিঠি তো লেখে । ষাঁড়ের উপর থোড়াই সারাদিন বসে থাকবেন । ষাঁড় যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন তার চোখে জল এসে যায় । এখানে তো চোখে জল আসার কোনো কথাই নেই । এনার তো সেবা করতেই হবে । বাচ্চাদের বোঝান যে, আমাকে স্মরণ করো । এ কথা শিববাবাই বলেন, এনার আত্মাও তা শোনেন । এ তো সম্পূর্ণ সহজ । বেহদের বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । বাবা আসেন স্বর্গের

স্থাপনা আর নরকের বিনাশ করাতে । মহাভারতের যুদ্ধও সামনেই । যাদব, কৌরব, পাণ্ডবরাও আছে । তোমরা জানো যে, এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । তাই বাবা এখন নিতে এসেছেন । আমাদের মাথার উপর অনেক বিকর্মের বোঝা আছে । বাবাকে স্মরণ না করলে মহারাজা - মহারাণী হতে পারবে না । এ তো রাজযোগ নাকি প্রজাযোগ । যোগ সম্পূর্ণ লাগাও না, তাই প্রজাতে চলে যাও । তোমরা বলো -- বাবা আমরা সম্পূর্ণ অবিনাশী বর্সা নেবো । তাহলে সেবার শখ থাকা চাই । তোমরা লিখে জিজ্ঞেস করতে পারো -- এই সময় আমাদের যদি দেহত্যাগ হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি হবো ? পরিপূর্ণ তো অন্তিম সময়ে হবো । এখন তোমরা অপূর্ণ । নিজের অবস্থাকে পরীক্ষা করতে হবে - আমরা বাবার সেবায় কতটা আছি ? আমরা কতটা আজ্ঞাকারী আর কতটা বিশ্বাসী ? সেবার জন্য আমরা কতটা ছটফট করি যে, কাউকে গিয়ে জীবনদান করি ? বেচারা খুবই দুঃখী । এই একই সদ্গুরু - যিনি শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যেতে এসেছেন । ওই গুরুরা নিজেদের জগতপিতা, জগত শিক্ষক বলতে পারেন না, কেবল জগত গুরু বলেন । এই জগতের বাবা, টিচার, গুরু হলেন একজনই । তোমরা জানো যে, বাবা যখন এসেছেন, তখন বাবার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্সা নাও । দেহ - ভাব থাকা ভালো নয় । দেহী - অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের শরীর নিরোগী হয়ে যাবে । ওখানে তো পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, সম্পত্তি আছে । সেখানে অথৈ সম্পত্তি আছে । এখানে তো দেখো পেটের জন্য কতো মহামারী । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) রুহানী পান্ডা হয়ে প্রকৃত যাত্রা করতে হবে আর অন্যকেও করাতে হবে । বুদ্ধিযোগের অনেক সুরক্ষা করতে হবে । নিজের উপর খুব নজর রাখতে হবে ।

২) বাবার সাথে স্বচ্ছ থাকতে হবে । কর্মাতীত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । বেঁচে থাকতে থাকতেই সবকিছু বাবাকে দিয়ে সফল করে নিতে হবে ।

বরদান :-- নিজেকে সঙ্গমযুগী মনে করে ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে সমর্থ আত্মা ভব

এই সঙ্গম যুগ হলো সমর্থ যুগ । তাই সর্বদা এই স্মৃতি রাখো যে, আমরা সমর্থ যুগের অধিবাসী, সমর্থ বাবার সন্তান, সমর্থ আত্মা, তাহলে ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যাবে । কলিযুগ হলো ব্যর্থ, যখন কলিযুগকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, সঙ্গম যুগী হয়েছ, তখন ব্যর্থ সমাপ্ত হয়েই গেছে । যদি সময়েরও স্মরণ থাকে তাহলে সময় অনুযায়ী কর্মও স্বতোই চলতে থাকবে । অর্ধেক কল্প ব্যর্থ চিন্তা করেছো, ব্যর্থ করেছ, কিন্তু এখন যেমন সময়, যেমন বাবা তেমন বাচ্চা ।

স্লোগান :-- যে সর্বদা ঈশ্বরের বিধানে চলে, সে-ই ব্রহ্মা বাবার সমান মাস্টার বিধাতা হয় ।